মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২২

গবেষণা বিভাগ

(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি গবেষণা বিভাগের মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মতামত/পরামর্শ থাকলে তা নাজমুন নাহার মিলি, অতিরিক্ত পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (nazmun.mily@bb.org.bd), আরজিনা আক্তার ইফা, যুগ্ম-পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (arjina.efa@bb.org.bd) এবং শাহ্ মোঃ সুমন, উপপরিচালক, গবেষণা বিভাগ (sm.sumon@bb.org.bd) বরাবর ই-মেইলে জানানো যেতে পারে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২২

সম্পাদনা টিম

মূখ্য সম্পাদক

মোঃ জুলহাস উদ্দিন, নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা)

সম্পাদক

বিষ্ণুপদ বিশ্বাস, পরিচালক (গবেষণা)

সদস্যবৃন্দ

নাজমুন নাহার মিলি, অতিরিক্ত পরিচালক
আরজিনা আক্তার ইফা, যুগ্ম-পরিচালক
শাহ্ মোঃ সুমন, উপপরিচালক

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২২)

সারসংক্ষেপ

মুদ্রা, ঋণ ও মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

- ২০২২-২৩ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৭২২৮.২৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.০৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৫৭৯.৬৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২২ শেষে ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৮.৪৭ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১০.০০ শতাংশের তুলনায় এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রবৃদ্ধির (৯.৬০ শতাংশ) তুলনায় কম। *নীট বৈদেশিক সম্পদের হ্রাস মুদ্রা সরবরাহের শ্লথ প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়। অন্যভাবে বলা যায়, বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারের উপর সাম্প্রতিককালে সৃষ্ট অবচিতির (depreciation) চাপ নিরসনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট স্থানীয় মুদ্রার (টাকা) বিনিময়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ডলার বিক্রয়ের দরুন আলোচ্য সময়কালে সামগ্রিকভাবে দেশে ব্যাংকিং খাতের নীট বৈদেশিক সম্পদ হ্রাস পায়, যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় মুদ্রা সরবরাহের শ্লথ প্রবৃদ্ধির মূল কারণ।*
- অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৭১০০.৭৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩.০২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৬১৭.৬২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২২ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৪.৯৮ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৭০ শতাংশের কাছাকাছি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ১২.৩৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেশি। *আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি খাতেও ঋণের প্রবৃদ্ধি উজ্জীবিত হওয়ায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশি হয়েছে।*
- বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২২ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১২.৮৯ শতাংশ যা ডিসেম্বর'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৩.৬০ শতাংশের তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের ১০.৬৮ শতাংশের তুলনায় বেশি। *সাম্প্রতিক বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে আমদানি বিকল্প পণ্যনির্ভর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিতকরণসহ বিলাস পণ্যের আমদানিতে আরোপিত বিধিনিষেধ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমদানির ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হলেও কৃষি, সিএমএসএমই, বৃহৎ শিল্প, রপ্তানিমুখী শিল্প, সেবা ও ব্যবসা খাতে গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন স্কিমসমূহের মেয়াদ বর্ধিতকরণ এবং চলতি মূলধন হিসেবে ঋণ/বিনিয়োগ, বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি জোরালো করেছে বলে প্রতীয়মান হয়।*
- রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৩৪০০.৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১১.৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮০০.১২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ডিসেম্বর'২২ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার বার্ষিক প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৭.৪১ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২২ এ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৯.০০ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ৬.৪৫ শতাংশের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। *বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর, ২০২২ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়।*
- গড় বার্ষিক মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'২২ শেষের ৬.৯৬ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর'২২ দাঁড়ায় ৭.৭০ শতাংশ। *খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি উভয়ই অনেকাংশে বৃদ্ধির ফলে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে।* অপরদিকে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'২২ শেষের ৯.১০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর'২২ শেষে দাঁড়ায় ৮.৭১ শতাংশ। *মূলতঃ খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্য-মূল্যস্ফীতি অধিক হ্রাস পাওয়ায় পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, জানুয়ারি ২০২৩ শেষে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি আরো কিছুটা বৃদ্ধি ৭.৯২ শতাংশে দাঁড়ালেও পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৮.৫৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।*

তারল্য, সুদ হার ও শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ পরিস্থিতি

- ব্যাংক ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ ডিসেম্বর'২২ শেষে দাঁড়ায় ৩৮৩৬.৭৩ বিলিয়ন টাকা, যা সেপ্টেম্বর'২২ এবং ডিসেম্বর'২১ শেষে ছিল যথাক্রমে ৪০৪৭.৭৮ বিলিয়ন ও ৪৩৮৩.৭৪ বিলিয়ন টাকা। *করোনাত্তোর অর্থনীতির জোরালো কর্মকাণ্ডে ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি ও দ্রব্যের উচ্চ মূল্যের কারণে উচ্চ আমদানি ব্যয় বহনের অব্যবহিত সময়ে স্থানীয় মুদ্রায় অবচিতির চাপ সামলাতে ডলার বিক্রয়ের মাধ্যমে*

স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজার হতে টাকা হ্রাস আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ব্যাংক ব্যবস্থায় তরল সম্পদের পরিমাণ হ্রাসে ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

- ডিসেম্বর'২২ শেষে আমানতের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এর ৪.০৯ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের ৩.৯৯ শতাংশের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.২৩ শতাংশ। একইসাথে আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে আগামের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এর ৭.১২ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের ৭.১৮ শতাংশের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭.২২ শতাংশ। *গড় ভারীত সুদ হার বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নীতি সুদ হার কয়েক দফায় বৃদ্ধিকরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত তারল্য হ্রাস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।*
- ডিসেম্বর'২২ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২০৬.৫৭ বিলিয়ন টাকা, যা সেপ্টেম্বর'২২ এবং ডিসেম্বর'২১ শেষে ছিল যথাক্রমে ১৩৪৩.৯৬ বিলিয়ন টাকা ও ১০৩২.৭৪ বিলিয়ন টাকা। ব্যাংক ব্যবস্থায় পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক পর্যন্ত শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের ঊর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত ছিল, যা আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে কিছুটা নিম্নমুখী হয়েছে। *নিয়মিত ঋণ আদায়ে ঝুঁকি নিরসনে ঋণ আদায় জোরদারকরণ, স্পেশাল মনিটরিং সেল গঠনসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাম্প্রতিককালে প্রদত্ত নির্দেশনার ফলে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, যা ব্যাংকিং খাতের শৃঙ্খলা আনয়নের একটি শুভ সূচনা বলে চিহ্নিত করা যায়।*

বৈদেশিক লেনদেন ও বিনিময় হার পরিস্থিতি

- আলোচ্য ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৮.৯২ শতাংশ ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১০.৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৪০৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২.৯২ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৩.২৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৮৭৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৫.০৪ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ০.২৩ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪৮২০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- *পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ (inflow) হ্রাস সত্ত্বেও মূলতঃ আমদানি ব্যয় হ্রাস ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাস পায়। তবে, অন্যান্য স্বল্প-মেয়াদি ঋণ ও বাণিজ্য ঋণের হ্রাসের ফলে আর্থিক হিসাবে ঘাটতি হওয়ায় সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় বৃদ্ধি পায়, যা টাকার বিনিময় হারের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টির পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপরও নেতিবাচক চাপ সৃষ্টি করে, যদিও লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসেবে উন্নতির ধারা বেগবান হওয়ায় বর্তমানে এ চাপ অনেকটাই কমে এসেছে।*
- ডিসেম্বর'২২ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩৭৪৭.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বর্তমানে ৫.০ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ আরো কিছুটা হ্রাস পেয়ে গত ৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে ৩২,৬৫৫.২৪ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।
- আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ডিসেম্বর'২২ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় শতকরা ২.৪১ ভাগ অবচিতি (depreciation) হয়ে ১০৪.০১ টাকায় দাঁড়ায় এবং সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী (ফেব্রুয়ারি'২৩ শেষে) অবচিতির এ পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেয়ে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান ১০৫.৫৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২২)

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান গতিধারা ও দেশব্যাপী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের তীব্রতা হ্রাসের প্রেক্ষাপটে পূর্ববর্তী অর্থবছরে ঘোষিত মুদ্রানীতি কার্যক্রমের অর্জনগুলোর আলোকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের মুদ্রানীতি কর্মসূচী প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রণীত মুদ্রানীতিতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৬.৭ শতাংশ, যার বিপরীতে ডিসেম্বর'২২ পর্যন্ত প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ১৪.৯৮ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৩.৬ শতাংশ, যার বিপরীতে ডিসেম্বর'২২ পর্যন্ত প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ১২.৮৯ শতাংশ। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক গড় ভোক্তা মূল্যস্ফীতির পূর্বের লক্ষ্যমাত্রা ৫.৬০ শতাংশ থেকে হালনাগাদ করে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭.৫০ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২২ শেষে প্রকৃতপক্ষে ৭.৭০ শতাংশে দাঁড়ায়। সেপ্টেম্বর'২২ শেষের তুলনায় খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি উভয়ই অনেকাংশে বৃদ্ধি পাওয়ায় ডিসেম্বর'২২ শেষে গড় মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পায়। তবে, অতি সাম্প্রতিক মাসগুলোতে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানী ও ভোজ্য তেলের দাম হ্রাস ও আসন্ন বোরো মৌসুমে ধানের আশাব্যাঞ্জক ফলনের প্রত্যাশার প্রেক্ষিতে অর্থবছরের শেষ ত্রৈমাসিকে মূল্যস্ফীতির হার কিছুটা হ্রাস পেয়ে মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই থাকবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ (inflow) হ্রাস সত্ত্বেও মূলতঃ রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও আমদানি ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি কিছুটা নিম্নমুখী হওয়ার প্রেক্ষিতে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৩৫৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে ১৭০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা সামনের মাসগুলোতে আরো হ্রাস পেয়ে ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারের অবচিতি চাপ নিরসনে সহায়ক হবে বলেই অনুমিত হচ্ছে।

১। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা সরবরাহ (M2)

২০২২-২৩ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৭২২৮.২৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.০৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৫৭৯.৬৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল যথাক্রমে ০.৮৬ শতাংশ ও ২.২০ শতাংশ (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। মুদ্রা সরবরাহের উৎসভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ৪.৭৫ শতাংশ হ্রাস পেলেও নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ৩.৬৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২২ শেষে ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৮.৪৭ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১০.০০ শতাংশের তুলনায় এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রবৃদ্ধির (৯.৬০ শতাংশ) তুলনায় কম। নীট বৈদেশিক সম্পদের হ্রাস মুদ্রা সরবরাহের শ্লথ প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়। অন্যভাবে বলা যায়, বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারের উপর সাম্প্রতিককালে সৃষ্ট অবচিতির (depreciation) চাপ নিরসনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট স্থানীয় মুদ্রার (টাকা) বিনিময়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ডলার

চার্ট-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

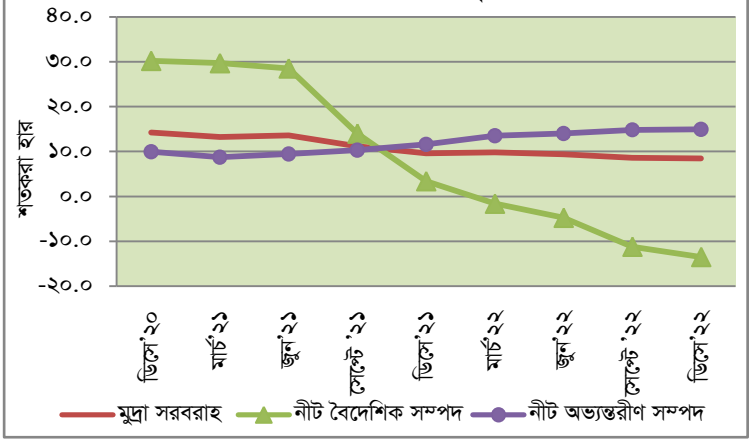

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বিক্রয়ের দরুন আলোচ্য সময়কালে সামগ্রিকভাবে দেশে ব্যাংকিং খাতের নীট বৈদেশিক সম্পদ হ্রাস পায়, যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় মুদ্রা সরবরাহের শ্লথ প্রবৃদ্ধির মূল কারণ।

উল্লেখ্য, ডিসেম্বর'২২ শেষে বাৎসরিক ভিত্তিতে নীট বৈদেশিক সম্পদ হ্রাস পেয়েছে ১৩.৪৮ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২১ শেষে ৩.৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। একইসময়ে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৪.৯৫ শতাংশ এবং ডিসেম্বর'২১ শেষে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১১.৫৭ শতাংশ (চার্ট-১)।

অভ্যন্তরীণ ঋণ

২০২২-২৩ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৭১০০.৭৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩.০২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৬১৭.৬২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধি পেয়েছিল ২.২৯ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২২ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৪.৯৮ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৭০ শতাংশের কাছাকাছি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ১২.৩৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেশি। অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি খাতেও ঋণের প্রবৃদ্ধি উজ্জীবিত হওয়ায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশি হয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত (cumulative) নীট ঋণ[১] এর স্থিতি সেপ্টেম্বর, ২০২২ শেষের তুলনায় ০.৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৯৩৬.১৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৩.২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর, ২০২২ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ২৫.১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ২২.৬২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ[১] ১০.০৬ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ৩.৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ২.০৯ শতাংশ এবং ৪.৩৪ শতাংশ।

চার্ট-২ঃ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

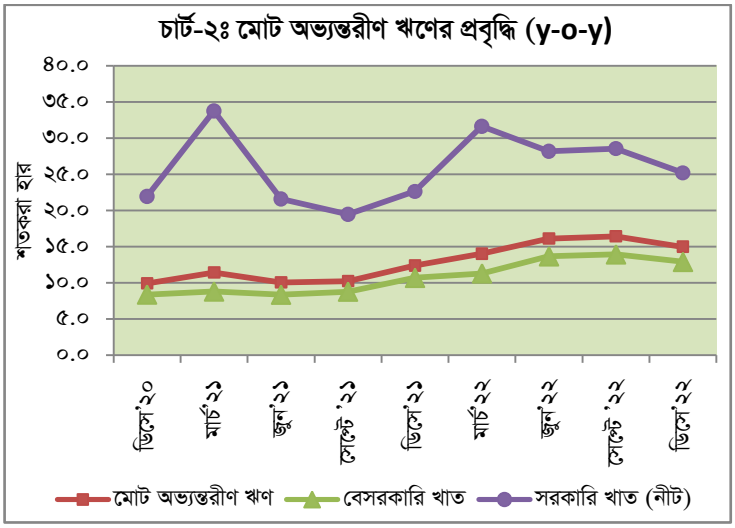

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২২ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১২.৮৯ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৩.৬০ শতাংশের তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের ১০.৬৮ শতাংশের তুলনায় বেশি (চার্ট-২)। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে আমদানি বিকল্প পণ্যনির্ভর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিতকরণসহ বিলাস পণ্যের আমদানিতে আরোপিত বিধিনিষেধ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমদানির ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হলেও কৃষি, সিএমএসএমই, বৃহৎ শিল্প, রপ্তানিমুখী শিল্প, সেবা ও ব্যবসা খাতে গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন স্কিমসমূহের মেয়াদ বর্ধিতকরণ এবং চলতি মূলধন হিসেবে ঋণ/বিনিয়োগ, বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি জোরালো করেছে বলে প্রতীয়মান হয়। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের অংশ ডিসেম্বর ২০২১ শেষের ৮২.৪৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর ২০২২ শেষে দাঁড়ায় ৮০.৯৫ শতাংশ।

[১] accrued interest সহ

নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)

২০২২-২৩ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ৪.৭৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩১৯৩.৯৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৭.৯৫ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ২.২৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২২ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ১৩.৪৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যেখানে ডিসেম্বর'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১০.৭০ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ছিল ৩.৪১ শতাংশ। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১ এর তুলনায় অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ এ সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি জোরালো হওয়ায় নীট বৈদেশিক সম্পদের এরূপ হ্রাস ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

রিজার্ভ মুদ্রা

২০২২-২৩ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৩৪০০.৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১১.৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮০০.১২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ২.০৪ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ০.১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ২১১.৫৪ বিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮২৫.১৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ৩১৮৯.২৬ বিলিয়ন টাকা থেকে ৬.৭২ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২৯৭৪.৯৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত (cumulative) নীট্ ঋণের পরিমাণ ৩৩৬.৮১ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ১৬৭.৩৩ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২২ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৭.৪১ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২২ এ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৯.০০ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের প্রবৃদ্ধি ৬.৪৫ শতাংশের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি (চিত্র-৩)। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০২২ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

চার্ট-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

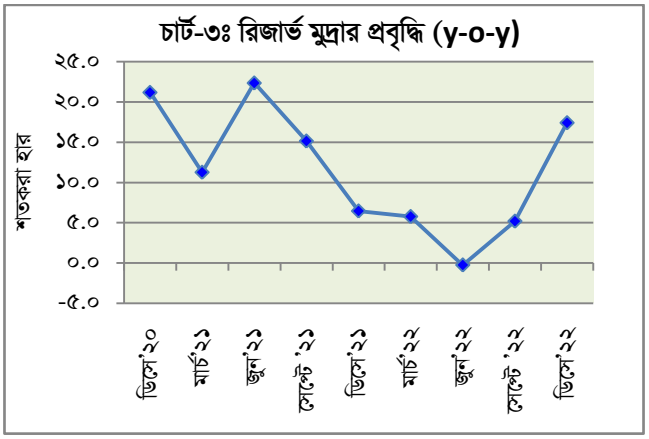

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

২। তারল্য পরিস্থিতি

ডিসেম্বর'২২ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮৩৬.৭৩ বিলিয়ন টাকা, যা সেপ্টেম্বর'২২ এবং ডিসেম্বর'২১ শেষে ছিল যথাক্রমে ৪০৪৭.৭৮ বিলিয়ন ও ৪৩৮৩.৭৪ বিলিয়ন টাকা। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মোট তরল সম্পদের মধ্যে দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ (unencumbered approved securities) এর পরিমাণ ২৭২২.০২ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৭০.৯৫ শতাংশ), বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা ৮৭৮.১৭ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ২২.৮৯ শতাংশ) এবং নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত অর্থের (cash in hand) পরিমাণ ২৩৬.৫৪ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৬.১৭ শতাংশ) (চার্ট-৪ এবং ৫)।

করোনাত্তোর অর্থনীতির জোরালো কর্মকাণ্ডে ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি ও দ্রব্যের উচ্চ মূল্যের কারণে উচ্চ আমদানি ব্যয় বহনের অব্যবহিত সময়ে স্থানীয় মুদ্রার ওপরে সৃষ্ট অবচিতির চাপ সামলাতে ডলার বিক্রয়ের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজার হতে টাকা হ্রাস আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ব্যাংক ব্যবস্থায় তরল সম্পদের পরিমাণ হ্রাসে ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

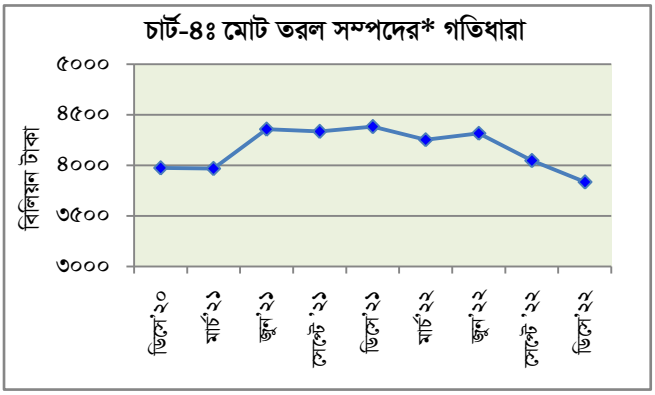

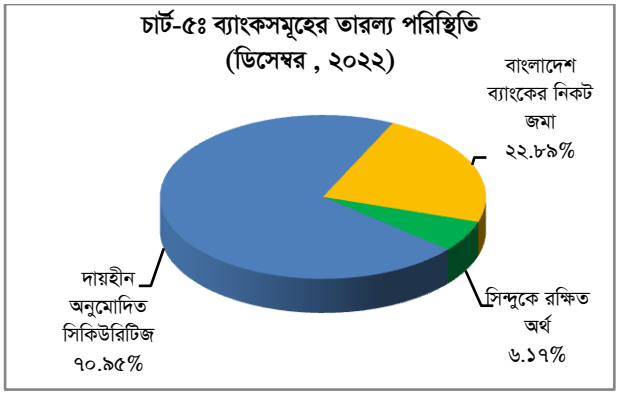

*মোট তরল সম্পদের হিসাবায়নে এফসি ক্লিয়ারিং একাউন্ট ব্যালেন্স অন্তর্ভুক্ত নয়;
উৎসঃ ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩। সুদ হার পরিস্থিতি

ডিসেম্বর'২২ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের (deposits) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের (৪.০৯ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের (৩.৯৯ শতাংশ) তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.২৩ শতাংশ। একইসাথে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের (৭.১২ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের (৭.১৮ শতাংশ) তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭.২২ শতাংশ। গড় ভারীত সুদ হার বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নীতি সুদ হার কয়েক দফায় বৃদ্ধিকরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত তারল্য হ্রাস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সুদ হার ব্যবধান (spread) হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২.৯৯ শতাংশ, যা সেপ্টেম্বর'২২ শেষে ছিল ৩.০৩ শতাংশ।

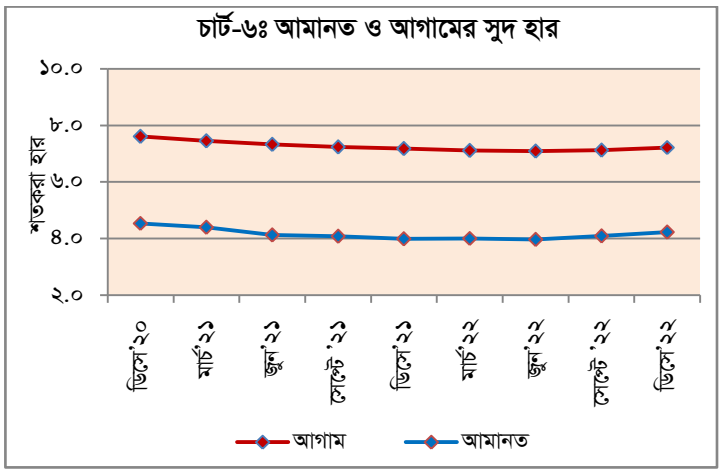

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪। মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও এর অনুপাত

ডিসেম্বর'২২ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২০৬.৫৭ বিলিয়ন টাকা, যা সেপ্টেম্বর'২২ এবং ডিসেম্বর'২১ শেষে ছিল যথাক্রমে ১৩৪৩.৯৬ বিলিয়ন টাকা ও ১০৩২.৭৪ বিলিয়ন টাকা। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থায় মোট ঋণে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত[১] দাঁড়ায় ৮.১৬ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৯.৩৬ শতাংশ তুলনায় হ্রাস পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই

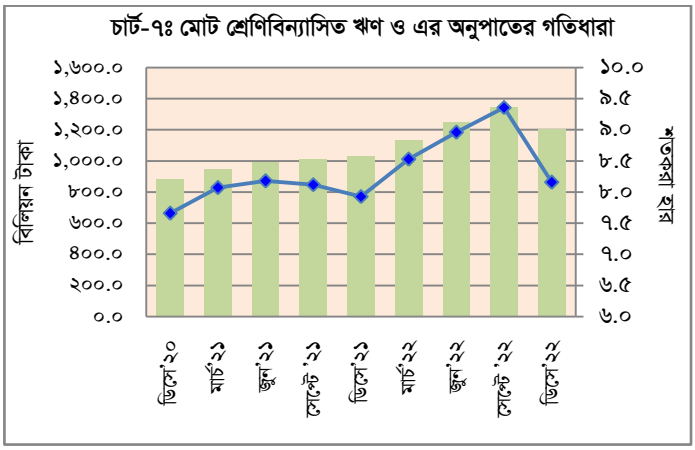

উৎসঃ ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

[১] মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত = (মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ স্থিতি/মোট ঋণ স্থিতি)।

ত্রৈমাসিক শেষের ৭.৯৩ শতাংশ তুলনায় সামান্য বেশি। ব্যাংক ব্যবস্থায় পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক পর্যন্ত শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের ঊর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত ছিল, যা বর্তমান ত্রৈমাসিক শেষে কিছুটা নিম্নমুখী হয়েছে (চার্ট-৭)। ব্যাংকসমূহের ঋণ আদায় জোরদারকরণ এবং এ জন্য স্পেশাল মনিটরিং সেল গঠন, শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ চিহ্নিতকরণে ৮টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ও ৪টি রাষ্ট্র-মালকিানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত নির্দেশনার ফলে সাম্প্রতিককালে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ ও এর অনুপাত হ্রাস পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, যা অব্যাহত থাকলে সামগ্রিকভাবে ব্যাংক ও আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা আনয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

৫। মূল্যস্ফীতি

গড় মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'২২ শেষের ৬.৯৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর'২২ শেষে দাঁড়ায় ৭.৭০ শতাংশ। অপরদিকে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২২ শেষে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৮.৭১ শতাংশ, যা সেপ্টেম্বর'২২ শেষে ছিল ৯.১০ শতাংশ।

মূলতঃ গড় খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি অনেকাংশে বৃদ্ধির ফলে গড় ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্য-মূল্যস্ফীতি অধিক হ্রাস পাওয়ায় পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে।

চার্ট-৮ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা
(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)

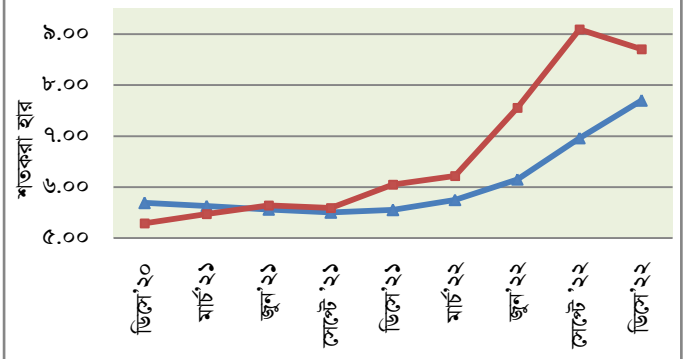

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

গড়ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২২ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭.৭৫ শতাংশ ও ৭.৬২ শতাংশ, যা সেপ্টেম্বর'২২ শেষে ছিল যথাক্রমে ৭.০৪ শতাংশ ও ৬.৮৪ শতাংশ। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২২ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭.৯১ শতাংশ ও ৯.৯৬ শতাংশ, যা সেপ্টেম্বর'২২ শেষে ছিল যথাক্রমে ৯.০৮ শতাংশ ও ৯.১৩ শতাংশ।

বৈশ্বিক অস্থিরতায় সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ায় বিশ্ববাজারে উচ্চ পণ্য মূল্যের প্রভাবে আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাজারে উচ্চ মূল্যের কারণে অভ্যন্তরীণ বাজারে জ্বালানী মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী সমন্বয় এবং ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান হ্রাসের ফলে দেশের মূল্যস্ফীতি সাম্প্রতিককালে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটেই কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিলের সর্বশেষ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতির পূর্বের লক্ষ্যমাত্রা ৫.৬০ শতাংশ থেকে হালনাগাদ করে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৭.৫০ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে।

পূর্ব ইউরোপে যুদ্ধের অনিশ্চয়তায় বিশ্বব্যাপি পণ্য মূল্যের অবিরত ঊর্ধ্বমুখীধারা এবং অধিকাংশ বাণিজ্য অংশীদেশসমূহে উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বাংলাদেশের সাধারণ গড় মূল্যস্ফীতি চলতি অর্থবছরে (জুন'২৩ শেষে) সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা অনেক চ্যালেঞ্জিং বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। উল্লেখ্য, সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, জানুয়ারি ২০২৩ শেষে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি আরো কিছুটা বৃদ্ধি ৭.৯২ শতাংশে দাঁড়ালেও পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৮.৫৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অর্থ ও ঋণ পরিস্থিতিসহ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২২ ত্রৈমাসিকে নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা সংযোজনীতে তুলে ধরা হলো।

৬। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার তারল্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করাসহ আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনার পাশাপাশি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। গত ০২ অক্টোবর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক

ওভারনাইট রেপো সুদহার বার্ষিক শতকরা ৫.৫০ ভাগ হতে ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে শতকরা ৫.৭৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়, যা অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২২ ত্রৈমাসিকে কার্যকর ছিল। উল্লেখ্য, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে রিভার্স রেপো সুদহার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৪.০০ ভাগে অপরিবর্তিত ছিল। এছাড়া, শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের সুষ্ঠু তারল্য ব্যবস্থাপনার স্বার্থে এবং ইসলামিক আর্থিক ব্যবস্থা অধিকতর শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ১৪ দিন মেয়াদি তারল্য সুবিধা 'Islamic Banks Liquidity Facility (IBLF)' বিগত ০৫ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে প্রবর্তন করা হয়েছে।

কল মানিঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২২ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ৫.০০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৭.৭৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। কলমানি মার্কেটে সুদ হারের গতিবিধির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ২৭৪৬.৩৪ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৩৪২৪.১০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৯.৭৯ শতাংশ কম। কলমানি বাজারে লেনদেনের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেলেও গড় ভারীত সুদহার সেপ্টেম্বর'২২ শেষের ৫.৫৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর'২২ শেষে ৫.৮০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

রেপোঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২২ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ৬২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ১-৪ দিন মেয়াদি ২৫৬৬.৪২ বিলিয়ন টাকার ৩০১৩টি দরপত্র এবং ৭ দিন মেয়াদি ৯৯৭.১৬ বিলিয়ন টাকার ১৪৯৩টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো-এর ৫৮টি নিলাম এবং উক্ত নিলামসমূহে ১-৫ দিন মেয়াদি ৩২৬৭.৭৭ বিলিয়ন টাকার ৩১৭৩টি দরপত্র এবং ৭ দিন মেয়াদি ৬৫০.০৯ বিলিয়ন টাকার ৭৯৩টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

রিভার্স রেপোঃ মুদ্রাবাজারে তারল্য চাপ অনুভূত হওয়ায় বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে আলোচ্য ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে রিভার্স রেপোর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১৬টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ৫৯৮.২৯ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩২৯.১৭ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৩৯৪টি দরপত্র গৃহীত হয়। এছাড়া, সর্বমোট ২৬৯.১২ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ৪১৬.০৪ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩০৮.১১ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৩৫৪টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল এবং ১০৭.৯৩ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক ও প্রাইমারি ডিলার বরাবর ডিভল্ব করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট ১২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত ১৪৮.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫৩.৯২ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৩৩২টি দরপত্র গৃহীত হয়। এছাড়া, ৯৪.০৮ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ২০০.৬৩ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭৬.৮৬ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৩২২টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল এবং ১২৩.৭৭ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ৭.৪৩৯৬ শতাংশ থেকে ৮.৯৫০০ শতাংশ এবং ৭.৪৫০০ শতাংশ থেকে ৮.৯৫০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২৯৯.৮৮ বিলিয়ন টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের নিলামঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। মূলতঃ সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ চাহিদা থাকা এবং মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ মুদ্রানীতির নির্ধারিত সীমার নীচে থাকায় আলোচ্য ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ইস্যুর মাধ্যমে মুদ্রা বাজার হতে অর্থ উত্তোলনের প্রয়োজন হয়নি। ফলে, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ শেষে বিভিন্ন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি ছিল শূন্য।

ইসলামিক ব্যাংকস্ লিকুইডিটি ফ্যাসিলিটি (আইবিএলএফ) নিলামঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আইবিএলএফ এর ১২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ১৩৮.০১ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৩২টি দরপত্র গৃহীত হয়।

৭। বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতি

রপ্তানিঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২২ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৮.৯২ শতাংশ ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১০.৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৪০৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আমদানিঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২২ ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২.৯২ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৩.২৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৮৭৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

রেমিট্যান্সঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২২ ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৫.০৪ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ০.২৩ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪৮২০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য (BOP)ঃ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় রেমিট্যন্সের অন্তঃপ্রবাহ (inflow) হ্রাস সত্ত্বেও মূলতঃ আমদানি ব্যয় হ্রাস ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি অনেকটা হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে (current account balance) ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৩৫৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে ১৭০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। এছাড়া, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় অন্যান্য স্বল্প-মেয়াদি ঋণ ও বাণিজ্য ঋণের হ্রাসের ফলে আলোচ্য সময়কালে আর্থিক হিসাবে (financial account) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৩৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত হ্রাস পেয়ে ১৪৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি হয়েছে। ফলশ্রুতিতে লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে (overall balance) ৩৭২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। মূলতঃ চলতি হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পেলেও আর্থিক হিসাবে ঘাটতি হওয়ায় সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় বেশি হয়েছে, যা টাকার বিনিময় হারের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টির পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

৮। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

বাংলাদেশ ব্যাংক বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বাধ্যতামূলক পরিশোধ নিশ্চিতকরণ এবং দেশীয় মুদ্রার স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ রাখে। বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রবাসী আয় (remittances), সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ এবং অন্যান্য বৈদেশিক অন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহের গতি-প্রকৃতির উপর বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ নির্ভর করে। ডিসেম্বর, ২০২২ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩৭৪৭.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চার্ট-৯), যা বর্তমানে ৫.০ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। সেপ্টেম্বর, ২০২২ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ ছিল ৩৬৪৭৬.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৫.২ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান ছিল।

চার্ট-৯ঃ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

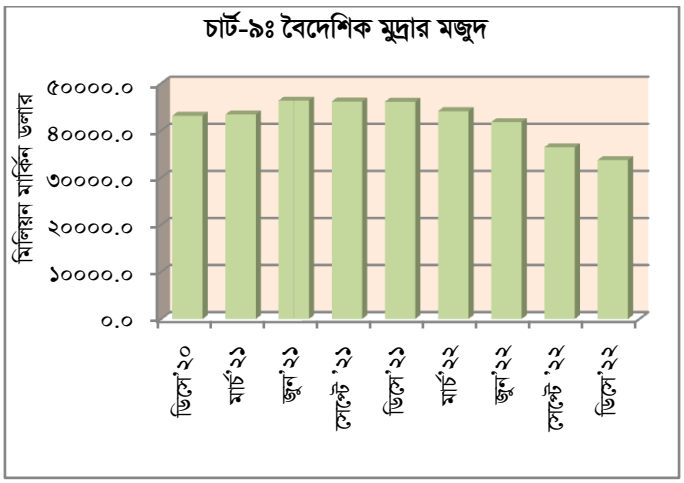

উৎসঃ একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

উল্লেখ্য, ডিসেম্বর, ২০২১ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিমাণ ছিল ৪৬১৫৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল উক্ত সময়ের ৬.৩ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান ছিল। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ০৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২,৬৫৫.২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৯। বিনিময় হার পরিস্থিতি

নামিক বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)

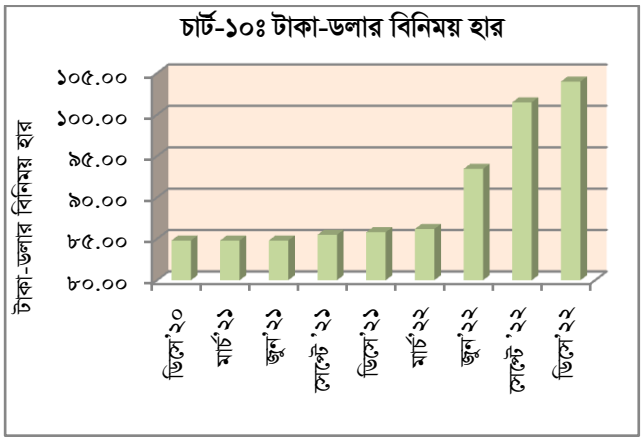

উৎসঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে[১] ডিসেম্বর, ২০২২ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ২.৪১ ভাগ এবং ১৭.৫১ ভাগ অবচিতি (depreciation) হয়ে ১০৪.০১ টাকায় দাঁড়ায় (চার্ট-১০)। সেপ্টেম্বর, ২০২২ এবং ডিসেম্বর, ২০২১ শেষে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল যথাক্রমে ১০১.৫০ এবং ৮৫.৮০ টাকা। মূলতঃ ফেডারেল রিজার্ভের নীতি সুদ হার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির ফলে বর্তমানে বিশ্বব্যাপী বিনিময় হারে অবচিতি চাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২২ ত্রৈমাসিকে দেশের বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঘাটতি হয়েছে ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে, যা এ সময়ে ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারে অবচিতি চাপ থাকার প্রমাণ বহন করে। উক্ত অবচিতি চাপ প্রশমনে চলতি অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২২ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ৪২৩৮.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করলেও কোন ডলার ক্রয় করেনি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার থেকে কোন ডলার ক্রয় করেনি বরং ৩৫৬২.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছিল। উল্লেখ্য, ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে সর্বমোট ৭৬২১.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় এবং ২১০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করেছিল।

প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক (Real Effective Exchange Rate Index)

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আলোচ্য ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক সেপ্টেম্বর, ২০২২ শেষের ১১২.৩৬ থেকে ৬.৭২ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর, ২০২২ শেষে ১০৪.৮১ এ দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ০.৯৫ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ০.২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সূচকের এ হ্রাস আমাদের প্রধান বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশীদারী দেশগুলোর তুলনায় টাকার নমিনাল বিনিময় হারের অবচিতিকে নির্দেশ করলেও তা টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার শক্তিশালী ও প্রতিযোগীতা সক্ষমতা বৃদ্ধির ইংগিত বহন করে, যা সামনের মাসগুলোতে বৈদেশিক খাতে কাংখিত অগ্রগতি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

১০। অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২২ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

- সিএমএসএমই খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এর আওতায় ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) কোটি টাকার ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণে নীতিমালা সহজীকরণ করা হয়েছে। এ স্কিমের আওতায়, এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০২/২০১৯ এর আলোকে সংজ্ঞায়িত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদেরকে প্রদত্ত মেয়াদি ঋণ/বিনিয়োগসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট খাতের উদ্যোক্তাগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে উৎপাদন, সেবা ও ব্যবসা খাতে প্রদত্ত/প্রদেয় মেয়াদি ঋণ/বিনিয়োগের পাশাপাশি চলতি মূলধন হিসেবে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগসমূহও পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। তবে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের মোট বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের ৪০ শতাংশের বেশি চলতি মূলধন খাতে পুনঃঅর্থায়নের যোগ্য বিবেচিত হবে না এবং চলতি মূলধন হিসেবে প্রদত্ত/প্রদেয় ঋণ/বিনিয়োগ কোনভাবেই পণ্য মজুদের (Hoarding) উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। উপরন্তু, ব্যাংক ও

[১] টাকা-ডলার বিনিময় হারের (মাস শেষে) জন্য বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস্ অ্যাসোসিয়েশন (BAFEDA) প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এ স্কিমের আওতায় তাদের কর্তৃক বিতরণকৃত মোট ঋণ/বিনিয়োগের ন্যূনতম ৬৫ শতাংশ উৎপাদন ও সেবা খাতে এবং সর্বোচ্চ ৩৫ শতাংশ ব্যবসা খাতে প্রদান করতে পারবে। (বিস্তারিতঃ এসএমইএসপিডি, নভেম্বর ০৮, ২০২২, Doccument No (8) (bb.org.bd))

- সাম্প্রতিক বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে দুর্বল সরবরাহ ব্যবস্থার কারণে বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বে খাদ্য সংকট সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি খাতে স্বল্প সুদ হারে ঋণ প্রবাহ বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিলে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার 'খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি খাতের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' গঠন করা হয়েছে। এ স্কিমের মেয়াদ ধরা হয়েছে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত এবং এর আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে নির্ধারিত ০.৫০ শতাংশ সুদ/মুনাফা হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে। (বিস্তারিতঃ এসিডি, নভেম্বর ১৭, ২০২২, nov172022acd07.pdf (bb.org.bd))
- অবৈধ মানিচেঞ্জার/এক্সচেঞ্জ কার্যক্রমের কারণে সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতি ও আইনগত ঝুঁকি পরিহারের লক্ষ্যে তফসিলি ব্যাংকের একাউন্ট ও MFS এর একাউন্ট ব্যবহার করে কোন ধরণের অবৈধ মানিচেঞ্জার/এক্সচেঞ্জ কার্যক্রম পরিচালনা অথবা এরূপ কার্যে যে কোন ধরণের সহায়তা প্রদান অবিলম্বে বন্ধের পাশাপাশি এ বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক মনিটরিং কার্যক্রম বৃদ্ধি করার নির্দেশনা বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক ও MFS প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়েছে এবং জনসাধারণের অবগতির লক্ষ্যে সতর্কীকরণ নোটিশ নিশ্চিত করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। (বিস্তারিতঃ এফইপিডি, নভেম্বর ২৮, ২০২২, C:\Users\taihan\Documents\fecirculartetter43.pdf (bb.org.bd))
- কোভিড-১৯ এর দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব ও বহিঃবিশ্বে সাম্প্রতিক যুদ্ধাবস্থা প্রলম্বিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে দেশের বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি বাংলাদেশে Alternative Investment খাতের প্রসারের স্বার্থে Investments in Venture Capital সহ Alternative Investment এর আওতাভুক্ত সকল খাতে (প্রাইভেট ইক্যুইটি, ইমপ্যাক্ট ফান্ড ইত্যাদি) বিনিয়োগের বিপরীতে ১০০ শতাংশ হারে ঝুঁকিভার আরোপের সময়সীমা আগামী ৩০/০৯/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, নভেম্বর ৩০, ২০২২, nov302022brpdl47.pdf (bb.org.bd))
- শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের সুষ্ঠু তারল্য ব্যবস্থাপনার স্বার্থে এবং ইসলামিক আর্থিক ব্যবস্থাকে অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ১৪ দিন মেয়াদি তারল্য সুবিধা 'Islamic Banks Liquidity Facility (IBLF)' প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ সপ্তাহের প্রতি কার্যদিবসে নিয়মিতভাবে এ সুবিধা গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবে। (বিস্তারিতঃ ডিএমডি, ডিসেম্বর ০৫, ২০২২, dec052022dmd03.pdf (bb.org.bd))
- দেশে সবুজ অর্থনীতি প্রতিষ্ঠাকল্পে রপ্তানি এবং উৎপাদনমুখী শিল্পখাতে টেকসই প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্থানীয় মুদ্রায় Green Transformation Fund (GTF) গঠন করা হয়েছে। তহবিলের আকার হলো ৫০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকা (আবর্তনশীল)। এ তহবিল হতে যোগ্য গ্রাহকদের মূলধনী যন্ত্রাদি ও যন্ত্রাংশের আমদানিমূল্য পরিশোধ পরবর্তী ব্যাংকের অর্থায়নের বিপরীতে দেশীয় মুদ্রায় (টাকা) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে। (বিস্তারিতঃ এসএফডি, ডিসেম্বর ০৭, ২০২২, dec072022sfd07.pdf (bb.org.bd))
- ব্যাংকের পরিচালন ব্যয় হ্রাসকল্পে বিলাসবহুল যানবাহন, আড়ম্বরপূর্ণ সাজসজ্জা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উচ্চ ব্যয় পরিহারকরণের লক্ষ্যে, গাড়ির আয়ুষ্কাল ০৮(আট) বছর সংক্রান্ত সরকারি আদেশের সাথে সঙ্গতি রাখার নিমিত্ত তফসিলি ব্যাংকসমূহের পর্ষদ চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহীর জন্য সার্বক্ষণিক গাড়িসহ ব্যাংকের অন্যান্য কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত গাড়ি ন্যূনতম ০৮(আট) বছর ব্যবহারের পর প্রতিস্থাপনযোগ্য হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ডিসেম্বর ০৭, ২০২২, dec072022brpdl48.pdf (bb.org.bd))
- সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে সরবরাহ ব্যবস্থা (Supply chain) বিঘ্নিত হওয়ায় খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে, ভবিষ্যত খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য অভ্যন্তরীণ বাজারে দেশের প্রধান খাদ্যশস্য চাল ও গমের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং সরবরাহ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে চাল ও গম আমদানির ঋণপত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে নগদ মার্জিনের হার ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ডিসেম্বর ১৪, ২০২২, dec142022brpdl50.pdf (bb.org.bd))

- নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে ক্ষুদ্র, বৃহৎ, মাঝারি ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নগদ প্রবাহ বিরূপভাবে প্রভাবিত হওয়ার প্রেক্ষিতে ঋণের কিস্তি বিদ্যমান পরিশোধসূচী অনুযায়ী আদায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যাহত হওয়ার প্রেক্ষাপটে, ঋণ পরিশোধ সহজীকরণের মাধ্যমে চলমান অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গতিশীলতা বজায় রাখা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের নেতিবাচক প্রভাব লাঘবের লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর/২০২২ পর্যন্ত অশ্রেণিকৃত সকল মেয়াদি ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ (ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক বিনিয়োগসহ) হিসাবের ক্ষেত্রে অক্টোবর/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২ সময়কাল পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তির ন্যূনতম ৫০ শতাংশ ডিসেম্বর/২০২২ মাসের শেষ কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধিত হলে তা বিরূপমানে শ্রেণিকরণ করা যাবে না মর্মে নির্দেশনা সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়েছে। বর্ণিত অপরিশোধিত কিস্তির অবশিষ্ট অংশ ঋণের পূর্বনির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পরবর্তী ০১(এক) বছরের মধ্যে সমকিস্তিতে (মাসিক/ত্রৈমাসিক) প্রদেয় হবে, তবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে অবশিষ্ট মেয়াদকালের সাথে বর্ধিত ০১(এক) বছর সময়কে বিবেচনায় নিয়ে কিস্তি পুনঃনির্ধারণপূর্বক নতুন সূচি অনুযায়ী আদায় করা যাবে। (বিস্তারিতঃ ডিএফআইএম, ২১ ডিসেম্বর, ২০২২, dec212022dfiml27.pdf (bb.org.bd))

১১। ব্যাংক ও আর্থিক খাতের স্বল্পমেয়াদি বর্তমান চ্যালেঞ্জ ও করণীয়সমূহ

- গড় মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনাটাই বর্তমানে ব্যাংক ও আর্থিক খাতের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় রাজস্ব নীতি ও মুদ্রা নীতি কর্তৃপক্ষসমূহকে সমন্বিতভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে।
- তারল্য ও বিনিময় হারে সৃষ্ট চাপ প্রশমনে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমদানি নির্ভরতা হ্রাসকল্পে আমদানি-বিকল্প পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধিকরণসহ বিলাস পণ্যের আমদানিতে আরোপিত বিধিনিষেধ অব্যাহতকরণ ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে রপ্তানি বহুমুখীকরণ, প্রচার ও ও প্রসারে উদ্ভাবনী চিন্তা কাজে লাগানো এবং রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধিতে সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।
- ব্যাংক খাতে শ্রেনিবিন্যাসিত ঋণ হ্রাসকল্পে যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে সঠিক খাতে ঋণ প্রদান এবং প্রদত্ত ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সজাগ দৃষ্টি আবশ্যক। এ জন্য ঋণ আদায়ে ঝুঁকি নিরসনে গঠিত 'স্পেশাল মনিটরিং সেল'-এর কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনবোধে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বৃহৎ আকারে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নগদে এককালীন ঋণ প্রদান না করে ঋণের ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে পর্যায়ক্রমিকভাবে/উদ্দেশ্যভিত্তিক ঋণ প্রদানে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এতে একদিকে যেমন ঋণের ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে, অন্যদিকে তেমন ঋণের অর্থ অন্যত্র সরিয়ে ফেলার প্রবণতা রোধ করা যাবে।

উপসংহার

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দেশব্যাপী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের তীব্রতা হ্রাস পেলেও বৈশ্বিক অর্থনীতির বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতির প্রভাব মোকাবেলায় অপ্রয়োজনীয় এবং বিলাসবহুল আমদানি সীমিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও নীতি সুদ-হার বাড়ানো এবং সরকারের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় সংকোচন নীতি দেশের সামগ্রিক চাহিদা সীমিত করার মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি উপশম করে সামগ্রিক আর্থিক পরিবেশ উন্নতিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে, অর্থনীতির উৎপাদনশীল খাতগুলির জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন এবং পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গ্রহণসহ মেয়াদ বর্ধিতকরণের মাধ্যমে সামগ্রিক যোগান ব্যবস্থা সমুন্নত রাখার সূত্রে দেশজ প্রবৃদ্ধির গতি বজায় রাখার পাশাপাশি দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য সরকারের নীতি পদক্ষেপ অনুসরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে দুর্বল সরবরাহ ব্যবস্থার কারণে বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বে খাদ্য সংকট সৃষ্টির আশঙ্কার প্রেক্ষিতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন রয়েছে। দেশে অনিশ্চয়তামূলক পরিস্থিতির মধ্যেও অর্থনীতির অগ্রাধিকার খাতসমূহ যেমন-

কৃষি, রপ্তানিমুখী শিল্প ও সিএমএসএমই খাতে ঋণ সরবরাহ যাতে নিরবচ্ছিন্ন থাকে সে ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, খেলাপী ঋণের মাত্রা কমিয়ে আনা, অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থার ঝুঁকি হ্রাস, আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা, ব্যাংকিং খাতে দায়-সম্পদের ভারসাম্যহীনতা রোধ এবং কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিনিয়োগের গতিধারা সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

গবেষণা বিভাগ

(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)

নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২২

সংযোজনী

(বিলিয়ন টাকায়)

	ডিসেম্বর	সেপ্টেম্বর	জুন	ডিসেম্বর	সেপ্টেম্বর	ডিসেম্বর	প রি ব র্ত ন স মূ হ				
	২০২২	২০২২	২০২২	২০২১	২০২১	২০২০	সেপ্টেম্বর'২২ এর	জুন'২২ এর	সেপ্টেম্বর'২১ এর	ডিসেম্বর'২১ এর	ডিসেম্বর'২০ এর
							তুলনায় ডিসেম্বর'২২	তুলনায় সেপ্টেম্বর'২২	তুলনায় ডিসেম্বর'২১	তুলনায় ডিসেম্বর'২২	তুলনায় ডিসেম্বর'২১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩১৯৩.৯৭	৩৩৫৩.৩০	৩৬৪২.৯৯	৩৬৯১.৫৫	৩৭৭৫.৮৯	৩৫৬৯.৭৭	-১৫৯.৩৩	-২৮৯.৬৯	-৮৪.৩৪	-৪৯৭.৫৮	১২১.৭৮
							-(৪.৭৫)	-(৭.৯৫)	-(২.২৩)	-(১৩.৪৮)	(৩.৪১)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১৪৩৮৫.৭২	১৩৮৭৪.৯৮	১৩৪৩৮.২৪	১২৫১৪.৮০	১২০৮২.২৭	১১২১৭.০৭	৫১০.৭৪	৪৩৬.৭৪	৪৩২.৫৩	১৮৭০.৯২	১২৯৭.৭৩
							(৩.৬৮)	(৩.২৫)	(৩.৫৮)	(১৪.৯৫)	(১১.৫৭)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৭৬১৭.৬২	১৭১০০.৭৩	১৬৭১৭.৫০	১৫৩২১.৮৮	১৪৬৮৯.০৩	১৩৬৩৫.৭৬	৫১৬.৮৯	৩৮৩.২৩	৬৩২.৮৫	২২৯৫.৭৪	১৬৮৬.১২
							(৩.০২)	(২.২৯)	(৪.৩১)	(১৪.৯৮)	(১২.৩৭)
i) সরকারি খাত (নীট)	২৯৩৬.১৯	২৯২৪.৯২	২৮৩৩.১৫	২৩৪৫.৪৪	২২৭৫.৪৫	১৯১২.৮৩	১১.২৭	৯১.৭৭	৬৯.৯৯	৫৯০.৭৫	৪৩২.৬১
							(০.৩৯)	(৩.২৪)	(৩.০৮)	(২৫.১৯)	(২২.৬২)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	৪২০.০৯	৩৮১.৬৮	৩৭১.৯৯	৩৪৩.৯৬	৩০৬.৩৬	৩০৯.৯০	৩৮.৪১	৯.৬৯	৩৭.৬০	৭৬.১৩	৩৪.০৬
							(১০.০৬)	(২.৬০)	(১২.২৭)	(২২.১৩)	(১০.৯৯)
iii) বেসরকারি খাত	১৪২৬১.৩৪	১৩৭৯৪.১৩	১৩৫১২.৩৬	১২৬৩২.৪৮	১২১০৭.২২	১১৪১৩.০৩	৪৬৭.২১	২৮১.৭৭	৫২৫.২৬	১৬২৮.৮৬	১২১৯.৪৫
							(৩.৩৯)	(২.০৯)	(৪.৩৪)	(১২.৮৯)	(১০.৬৮)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৩২৩১.৯০	-৩২২৫.৭৫	-৩২৭৯.২৬	-২৮০৭.০৮	-২৬০৬.৭৬	-২৪১৮.৬৯	-৬.১৫	৫৩.৫১	-২০০.৩২	-৪২৪.৮২	-৩৮৮.৩৯
							(০.১৯)	-(১.৬৩)	(৭.৬৮)	(১৫.১৩)	(১৬.০৬)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	১৭৫৭৯.৬৯	১৭২২৮.২৮	১৭০৮১.২৩	১৬২০৬.৩৫	১৫৮৫৮.১৬	১৪৭৮৬.৮৪	৩৫১.৪১	১৪৭.০৫	৩৪৮.১৯	১৩৭৩.৩৪	১৪১৯.৫১
							(২.০৪)	(০.৮৬)	(২.২০)	(৮.৪৭)	(৯.৬০)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	৪৫২৫.৪১	৪১৮৪.৪৯	৪২৫৯.০৫	৩৭৯৩.১১	৩৬৬৫.৬৭	৩৩৬৩.৮৪	৩৪০.৯২	-৭৪.৫৬	১২৭.৪৪	৭৩২.৩০	৪২৯.২৭
							(৮.১৫)	-(১.৭৫)	(৩.৪৮)	(১৯.৩১)	(১২.৭৬)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	২৬৮১.৮২	২৩৯৯.৯৮	২৩৬৪.৪৯	২১০৭.২৩	২০৯৬.১৮	১৮৭৪.৬৩	২৮১.৮৪	৩৫.৪৯	১১.০৫	৫৭৪.৫৯	২৩২.৬০
							(১১.৭৪)	(১.৫০)	(০.৫৩)	(২৭.২৭)	(১২.৪১)
ii) তলবি আমানত	১৮৪৩.৫৯	১৭৮৪.৫১	১৮৯৪.৫৬	১৬৮৫.৮৮	১৫৬৯.৪৮	১৪৮৯.২১	৫৯.০৮	-১১০.০৫	১১৬.৪০	১৫৭.৭১	১৯৬.৬৭
							(৩.৩১)	-(৫.৮১)	(৭.৪২)	(৯.৩৫)	(১৩.২১)
খ) মেয়াদি আমানত	১৩০৫৪.২৮	১৩০৪৩.৭৯	১২৮২২.১৮	১২৪১৩.২৪	১২১৯২.৫	১১৪২৩.০০	১০.৪৯	২২১.৬১	২২০.৭৪	৬৪১.০৪	৯৯০.২৪
							(০.০৮)	(১.৭৩)	(১.৮১)	(৫.১৬)	(৮.৬৭)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	৩৮০০.১২	৩৪০০.৮	৩৪৭১.৬২	৩২৩৬.৬৬	৩২৩৩.৩৪	৩০৪০.৫৪	৩৯৯.৩২	-৭০.৮২	৩.৩২	৫৬৩.৪৬	১৯৬.১২
							(১১.৭৪)	-(২.০৪)	(০.১০)	(১৭.৪১)	(৬.৪৫)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৯৭৪.৯৮	৩১৮৯.২৬	৩৪৭৭.৫৮	৩৫৪৬.০৭	৩৬১৭.৩০	৩৪১১.৮১	-২১৪.২৮	-২৮৮.৩২	-৭১.২৩	-৫৭১.০৯	১৩৪.২৬
							-(৬.৭২)	-(৮.২৯)	-(১.৯৭)	-(১৬.১০)	(৩.৯৪)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৮২৫.১৪	২১১.৫৪	-৫.৯৬	-৩০৯.৪১	-৩৮৩.৯৬	-৩৭১.২৭	৬১৩.৬০	২১৭.৫০	৭৪.৫৫	১১৩৪.৫৫	৬১.৮৬
							(২৯০.০৬)	-(৩৬৪৯.৩৩)	-(১৯.৪২)	-(৩৬৬.৬৮)	-(১৬.৬৬)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত সরকারের নীট ঋণ	১০৫৩.৪৪	৭১৬.৬৩	৫৪৯.৩	৫৪.৬৪	৭২.৭৩	১৩.১৪	৩৩৬.৮১	১৬৭.৩৩	-১৮.০৯	৯৯৮.৮০	৪১.৫০
							(৪৭.০০)	(৩০.৪৬)	-(২৪.৮৭)	(১৮২৭.৯৬)	(৩১৫.৮৩)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৩৩৭৪৭.৭০	৩৬৪৭৬.৪০	৪১৮২৭.০০	৪৬১৫৪.০০	৪৬২০০.০০	৪৩১৬৪.০০					
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)											
৭। মোট তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)#	৩৮৩৬.৭৩	৪০৪৭.৭৮	৪৩১৯.২৯	৪৩৮৩.৭৪	৪৩৩৫.৯৪	৩৯৭৫.০৩					
দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ	২৭২২.০২	৩০৬৬.৪০	৩২২৬.৯৬	৩২৫৬.৮৭	৩২০৯.৮৭	২৮০৪.৮৭					
৮। শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকায়)	১২০৬.৫৭	১৩৪৩.৯৬	১২৫২.৫৮	১০৩২.৭৪	১০১১.৫	৮৮৭.৩					
শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত(%)	৮.১৬	৯.৩৬	৮.৯৬	৭.৯৩	৮.১২	৭.৬৬					
৯। টাকা-ডলার বিনিময় হার	১০৪.০১	১০১.৫০	৯৩.৪৫	৮৫.৮০	৮৫.৫০	৮৪.৮০					
(মাস শেষে)											
১০। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার	১০৪.৮১	১১২.৩৬	১১১.৩০	১১৫.৫০	১১৫.২২	১১১.১৩					
(REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)											
১১। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক)	৭.৭০	৬.৯৬	৬.১৫	৫.৫৫	৫.৫০	৫.৬৯					
(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)											

নোটঃ বন্ধনীভূক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

#=মোট তরল সম্পদ = দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ + বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা + সিন্দুকে রক্ষিত অর্থ;

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।